দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

বুয়েটে সেমিস্টারের বদলে টার্ম সিস্টেম চালু হচ্ছে

।। আনোয়ার সাদাত ।।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ের শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বর্তমানের সেমিস্টার পদ্ধতির বদলে টার্ম সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। আজ রোববার থেকে '৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষের নতুন ছাত্ররা এই পদ্ধতিতে ক্লাস শুরু করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, নতুন পদ্ধতিতে সাপ্তাহিক ক্লাসের সংখ্যা গড়ে ৩৫টি থেকে কমিয়ে ২৪টি, পরীক্ষার ফল শতকরা হারে প্রকাশের বদলে অক্ষর-গ্রেড পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে। এই পদ্ধতিতে একজন ছাত্র ইচ্ছামাফিক বিষয় ও বিষয়ের সংখ্যা নির্বাচনের সুযোগ পাবে। নতুন পদ্ধতিতে ব্যবহারিক, ডিজাইন ও পরীক্ষাগারের ক্লাসের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পুরনো পদ্ধতিই চালু থাকছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

নতুন পদ্ধতির খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা চলছে এবং আগামী মঙ্গলবার নাগাদ চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত ৩রা আগস্ট প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলীকে চেয়ারম্যান করে আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ের শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য একটি কমিটি করা হয়। কমিটি একাডেমিক কাউন্সিলের কাছে ১৬ই আগস্ট প্রথম দফা এবং ১২ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফা পরিবর্তিত রিপোর্ট পেশ করে। গত সপ্তাহে এই রিপোর্ট পাস হয়।

পুরনো পদ্ধতিতে উত্তরোত্তর সেশন জট বৃদ্ধির পটভূমিতে নতুন পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছরের সেশন জট। নতুন প্রথম বর্ষ এইচএসসি পাস করে দু'বছর অপেক্ষার পর আজ ক্লাস শুরু করছে।

নতুন পদ্ধতিতে বছর নষ্ট হওয়া বলতে কিছু থাকছে না। একটি টার্মে সর্বোচ্চ ২৪ ও সর্বনিম্ন ১৫ ক্রেডিট নেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। প্রতিটি তত্ত্বীয় বিষয়ে ৩ ও প্রতিটি ব্যবহারিক বিষয়ে ১·৫ ক্রেডিট। এভাবে স্থাপত্য বিভাগের জন্য ১৯০ ও অন্যান্য বিভাগে ১৫৬ ক্রেডিট অর্জন করতে পারলেই একজন ছাত্র বা ছাত্রী স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করতে পারবে। এ পদ্ধতিতে একজন ছাত্র বা ছাত্রী সর্বনিম্ন সাড়ে ৩ বছরেই তার ডিগ্রী অর্জন করতে পারছে।

নতুন পদ্ধতিতে শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ নম্বর রাখা হচ্ছে কুইজ, বাড়ির কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট, ক্লাসের পার্সেন্টেজের জন্য।

নতুন টার্ম পদ্ধতিতে দু' টার্ম মিলে কেউ ১৫ ক্রেডিটের কম পেলে তাকে পরের বছর উচ্চতর স্তরের কোর্স নিতে দেয়া হবে না।

বাৎসরিক ছুটি থাকছে ১১ সপ্তাহ। এই সময়কালে মিড টার্ম চালু করার চিন্তাভাবনা আছে। এই মিড টার্ম চালু হলে এ সময়ে যারা স্বাভাবিক টার্মে কোর্স নিয়েও ক্রেডিট পাবে না তারা তা সমাপ্ত করতে পারবে।

পৃথিবীর প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এই ক্রেডিট আওয়ার ও গ্রেড সিস্টেম চালু আছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের পদ্ধতিতে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ফলাফল তুলনা করার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিত।

এই নতুন পদ্ধতিতে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা বিবেচনা করা হয়নি। যেখানে সন্ত্রাসের কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয় প্রায়ই, সেখানে এই শিক্ষা পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে চলবে তা আশা করা যায় না। কমিটির একজন সদস্য জানান, এক্ষেত্রে বাৎসরিক ছুটি কমিয়ে দিতে হবে এবং মিড টার্ম চালু করা সম্ভব হবে না।